মাসিক কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা: এ কে এম রফিক উদ্দিন
ডা: এস এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ
সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ মোহাম্মদ আব্দুল হক
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা সমর রঞ্জন মিত্র
মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৬৭৪৬,
০১৭১১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor Mohammad Abdul Haque
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

ভালো-মন্দের আইসিটি খাত

এই সময়টায় বাংলাদেশের আইসিটি খাতের জন্য যেমনি আছে সুসংবাদ, তেমনি আছে নানা দুঃসংবাদও। এই মুহূর্তে আইসিটিবিষয়ক একটি সুসংবাদ হচ্ছে 'ন্যাশনাল কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড' উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে আইসিটিকে একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এবার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেবে। তখন এরা আইসিটি বিষয়ে পরীক্ষা দেবে বাধ্যতামূলক। তখন এদের মোট ১৩০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ১২০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। আমরা মনে করি, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে আইসিটি বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। এর ফলে প্রতিটি ছাত্র আইসিটি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ পাবে। আইসিটির এই যুগে কারো পক্ষে আইসিটি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার যেখানে কোনো সুযোগ নেই, সেখানে আইসিটি সবার জন্য বাধ্যতামূলক হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বর্তমানে আইসিটিকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অবশ্যপাঠ্য করলেও আমরা মনে করি, অচিরেই প্রতিটি এসএসসি ছাত্রছাত্রীর জন্য তা অবশ্যপাঠ্য বিষয় করে তোলা দরকার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিয়ে এখন থেকে ভাবতে হবে।

এ তো গেল আইসিটি খাতের শুভ সংবাদের কথা। পাশাপাশি রয়েছে দুঃসংবাদের কথাও। সম্প্রতি আলোচনা-সমালোচনায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসি লাইসেন্স বাণিজ্যে নেমেছে। একের পর এক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দিলেও মনিটরিং নেই। এ সুযোগে অনেকে লাইসেন্স নিয়ে নিষ্ক্রিয় আছে বছরের পর বছর। লাইসেন্স নেয়ার সময় অপারেশন (কার্যক্রম চালুর) সময় নির্ধারণ করে দেয়া হলেও তা মানছে না বেশিরভাগ লাইসেন্সধারী। এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই বিটিআরসির। শুধু অপারেশন নয়, লাইসেন্স নিয়ে অনেকে তা নবায়নও করছে না। এতে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে রাজস্ব থেকে। তবে বিটিআরসির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সরকারের উচ্চমহলের নির্দেশে এরা গণহারে বিভিন্ন সেক্টরে লাইসেন্স বরাদ্দ দিচ্ছে। এতে তাদের কোনো হাত নেই। এদিকে লাইসেন্সধারী বেশ কয়েকটি অপারেটর জানিয়েছে, মূলত বিটিআরসি-কে লাইসেন্স বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হয়েছে। লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে বিটিআরসির চেন অব কমান্ড পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। অপারেটরদের স্বার্থ ও সরকারের রাজস্ব আদায়ের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। বেশিরভাগ লাইসেন্সই ইস্যু করা হয়েছে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে। লাইসেন্স পাওয়ার অযোগ্য, এমন অনেকের হাতে লাইসেন্স তুলে দিয়েছে বিটিআরসি কর্তৃপক্ষ। এদিকে চলতি বছরে ব্যবসায় সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকা সত্ত্বেও ভিওআইপি (ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল) লাইসেন্স বা ভিএসপি লাইসেন্স দেয়া হয়েছে ৮৪৪টি প্রতিষ্ঠানকে।

লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে এই সে বিশৃঙ্খলা তা দূর না হলে আমাদের আইসিটি খাতকে সমৃদ্ধতর পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছানো যাবে না। এ উপলব্ধি নিয়ে আমাদেরকে এক্ষেত্রে যাবতীয় অনিয়ম দূর করতে হবে। যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিতে হবে এ খাতের গুরুত্বপূর্ণ এসব লাইসেন্স। শুধু তখনই আইসিটি খাতের সেবা নিরবচ্ছিন্ন হবে। নইলে নয়।

এদিকে সরকার মনে করছে, ইন্টারনেটের অবাধ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া সরকারবিরোধী প্রচারণা চালাতে পারছে। তাই সরকার ওয়েবসাইট নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেজন্য এ ধরনের সাইটগুলো একেবারে বন্ধ করে না দিয়ে সেগুলোর কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণের কথা বলছে সরকার। এজন্য সরকারের জন্য ক্ষতিকর সাইটগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য আইআইজি প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্তের পর তা স্থাপনের জন্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট সলিউশনস প্রোভাইডার কোম্পানির কাছ থেকে ইতোমধ্যেই সাড়া পেয়েছে বিটিআরসি। এদিকে ওয়েবসাইট নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি মুক্ত মতপ্রকাশের ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করছে ব্লগারেরা। আমরাও এ ব্যাপারে একমত।

সামনে বাজেট। আমরা এ পর্যন্ত আইসিটি নীতিমালা অনুযায়ী জিডিপির যে পরিমাণ বরাদ্দ আইসিটি খাতে দেয়ার কথা, তা পাইনি। আমরা চাই, এবার অন্তত আইসিটি খাত সে বরাদ্দ পাবে। আইসিটি খাতের অনেক কাজই অবাস্তবায়িত পড়ে আছে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে। আইসিটি নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত বরাদ্দ পেলে সে অভাব দূর হবে।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ